একবিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভুর বলদেব-ভাব, দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি মহাপ্রভুর বাক্য-দণ্ড এবং ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও ভক্তজনের ভগবদভিন্নত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করিতে করিতে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের গৃহ-সমীপে গমন করেন। তৎকালে সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল। তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী, মোক্ষকামী এবং ভাগবতে মহা-অধ্যাপক বলিয়া জগতে খ্যাত ছিলেন; কিন্তু ভাগবত পাঠ করিয়াও ভাগ্যদোষে ভক্তিহীন ছিলেন।

মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করিতে করিতে মদ্যপের গৃহ-সমীপে গিয়া মদ্যগন্ধ পাওয়ায় তাঁহার বলদেব-ভাবের উদয় হইল। তখন তিনি মদ্যপের গৃহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তাদৃশ আচরণ শ্রীবাস পণ্ডিতের মনোনীত না হওয়ায় ভক্তের ইচ্ছার বিরোধাচরণ করিতে অনিচ্ছুক মহাপ্রভু তাহা হইতে বিরত হইলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর মদ্যপ-গৃহে প্রবেশ না করিয়া মদ্যপের ন্যায় উন্মত্তভাবে হরি-কীর্তন করিতে করিতে রাজপথ দিয়া চলিতে থাকিলে মদ্যপগণও 'হরিবোল' বলিতে বলিতে প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র মদ্যপগণকে শুভদৃষ্টি করিয়া কিছুদূর গমনপূর্বক দেবানন্দ পণ্ডিতকে দর্শন করায় তাঁহার শ্রীবাসের কথা স্মরণ হইল অর্থাৎ দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়া শ্রীবাস পণ্ডিত একদিন তৎসমীপে গমন করিয়া ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ভাগবত অক্ষরে অক্ষরে প্রেমময় জানিয়া তখন তাঁহার হৃদয় দ্রব হওয়ায় অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে দেবানন্দ পণ্ডিতের ছাত্রগণ পাঠের ব্যাঘাত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। দেবানন্দ পণ্ডিত তখন ছাত্রগণকে তাদৃশ কার্য হইতে নিবারণ না করায় তাঁহার বৈষ্ণবাপরাধ জন্মিয়াছিল। অনন্তর শ্রীবাস পণ্ডিত বাহ্য প্রাপ্ত হইয়া দুঃখের সহিত গৃহে গমন করিয়াছিলেন।

দেবানন্দকে দর্শন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পূর্বোক্ত বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন শ্রীচৈতন্যদেব ভাগবত-অবমাননাকারী দেবানন্দ পণ্ডিতকে ভাগবত-পাঠের অনধিকারী জানাইয়া বিবিধ তিরস্কার করতঃ ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য এবং বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য কীর্তন করিলেন। দেবানন্দ তখন লজ্জা প্রাপ্ত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শ্রীচৈতন্যের বাক্যদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিও পরম সুকৃতিসম্পন্ন বলিয়া গ্রন্থকার দেবানন্দেরও মহাসৌভাগ্যের কথা বর্ণন করিয়াছেন। (গৌঃ ভাঃ)

সপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের
জয়গান—

জয় জয় নিত্যানন্দ-প্রাণ বিশ্বম্ভর।
জয় গদাধর-পতি, অদ্বৈত-ঈশ্বর।।১।।

জয় শ্রীনিবাস-হরিদাস-প্রিয়ঙ্কর।
জয় গঙ্গাদাস-বাসুদেবের ঈশ্বর।।২।।

ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়।।৩।।

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি-নিত্যানন্দ-গদাধর।।৪।।

মহাপ্রভুর, দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহসমীপে গমন—

একদিন প্রভু করে নগরভ্রমণ।
চারিদিকে যত আপ্ত-ভাগবতগণ।।৫।।
সার্বভৌম-পিতা—বিশারদ মহেশ্বর।
তাঁহার জাঙ্ঘালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।।৬।।
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ-অভিলাষ।।৭।।

ভগবৎসেবারহিত তপস্যা সম্পন্ন হইয়া 'ভাগবতে মহা-অধ্যাপক' খ্যাতিযুক্ত হইলেও ভক্তিহীনতা-দোষে দেবানন্দের ভাগবতের মর্মার্থ-হৃদয়ঙ্গমে অসামর্থ্য—

জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ায়, তথাপি ভক্তিহীন।।৮।।
'ভাগবতে মহা-অধ্যাপক' লোকে ঘোষে।'
মর্ম-অর্থ না জানেন ভক্তিহীন-দোষে।।৯।।
জানিবার যোগ্যতা আছয়ে কিছু তান।
কোন্ অপরাধে নহে, কৃষ্ণ সে প্রমাণ।।১০।।

প্রভুর গন্তব্য-পথে দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ—

দৈবে প্রভু ভক্ত-সঙ্গে সেই পথে যায়।
যেখানেতে তান ব্যাখ্যা শুনিবারে পায়।।১১।।

ভক্তিযোগের মহিমা ব্যাখ্যাত না হওয়ায় দেবানন্দের ব্যাখ্যায় প্রভুর অননুমোদন—

সর্বভূত-হৃদয়—জানয়ে সর্ব-তত্ত্ব।
না শুনয়ে ব্যাখ্যা ভক্তিযোগের মহত্ত্ব।।১২।।
কোপে বলে প্রভু,—"বেটা কি অর্থ বাখানে?
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে।।১৩।।

প্রভু-কর্তৃক ভাগবতের স্বরূপ-বর্ণন—

এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার?
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার।।১৪।।
সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয়।।১৫।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

বিশ্বম্ভর----নিত্যানন্দের প্রাণ। তিনিই গদাধর-পতি। তিনিই ঈশ্বর অদ্বৈতের ঈশ্বর।।১।।

ভক্ত, ভজনীয় বস্তু ও ভজন----এই তিনের সম্মিলন না হইলে ভগবানের বিচিত্র বিলাস সম্পাদিত হয় না। এই তিনের অভাবে ভক্তি-বিরোধী নির্বৈশিষ্ট্য বা প্রকাশের অভাব লীলাহীনতাই অবশিষ্ট থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা যাঁহারা আলোচনা করেন না, তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। যাঁহাদের অজ্ঞান প্রবল, তাঁহারা অভক্ত-শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবৎসেবা-বিমুখ হন। তখন আত্মম্ভরিতা তাঁহাদের উপর বল প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তি হইতে দূরে অপসারিত করে।।৩।।

জাঙ্ঘাল বাঁধ। নবদ্বীপ-মণ্ডলের গঙ্গার পশ্চিমে কুলিয়া গ্রাম। তৎপশ্চিমে কিছু নিম্নস্তরে ভূমি অবস্থিত; সুতরাং জলপ্লাবন হইতে বিদ্যানগরের মহেশ্বর বিশারদের গৃহ-রক্ষার জন্য বাঁধ ছিল।।৬।।

মোক্ষভিলাষ----বিষ্ণু-পাদপদ্ম-সেবা-লাভ ব্যতীত যে কাল্পনিক নির্বৈশিষ্ট্য মুক্তির ধারণা, তাহা অনর্থ-যুক্ত ব্যক্তির বাসনার অন্তর্গত। জাগতিক অভিজ্ঞতায় ত্রিতাপ-হীনতাকেই 'মুক্তি' বলিয়া ধারণা হয়। কিন্তু দেশ-কাল-পাত্রের হেয় ব্যবধান উপাদেয় দেশ-কাল-পাত্রের প্রাকট্য ব্যতীত সম্ভবপর হয় না। যে-সকল ব্যক্তি জড়ভোগে প্রপীড়িত হন, তাঁহাদের শান্তির ধারণায় ভগবৎসেবা 'মুক্তি' বলিয়া প্রকাশিত হয় না। প্রাপঞ্চিকবুদ্ধি লাভ করিয়া হরি-সম্বন্ধি-বস্তুতে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলেই ভগবৎ-সেবা-রহিত তপস্যা এবং দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের ত্রিবিধ অধিষ্ঠান-গত ভোগপর নশ্বর বিচার হইতে অতিক্রান্ত হইয়া ভগবৎসেবা-বৈমুখ্য-লাভ ঘটে। অর্বাচীন মূঢ়গণ যে মুক্তির কদর্থ করিয়া ভক্তিহীনতাকে মোক্ষাভিলাষ বলেন, তাহা সমীচীন বিচার পর ভগবদ্ভক্তগণের বিচারে দোষাবহ।।৭।।

চারি বেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত'।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত।।১৬।।

শুকদেব–ভাগবতবেত্তা এবং ভগবত্তত্ত্বই
ভাগবতের প্রতিপাদ্য—

মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব-অভিমত।।১৭।।

ভক্ত, ভগবান্ ও ভাগবতে ভেদ-দর্শী নিজ অমঙ্গল
আবাহনকারী—

মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে।।''১৮।।

প্রভুর শ্রীমুখে ভাগবত-তত্ত্ব শ্রবণে বৈষ্ণবগণের আনন্দ—

ভাগবত-তত্ত্ব প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে।।১৯।।

ভাগবতে ভগবদ্ভজনেতর বিষয়ের ব্যাখ্যা
অর্বচীনতা-মাত্র—

ভক্তি বিনু ভাগবত যে আর বাখানে।
প্রভু বলে,—''সে অধম কিছুই না জানে।।২০।।

অভক্তিপর ব্যাখ্যাতার ভাগবতে অনধিকার—

নিরবধি ভক্তিহীন এ বেটা বাখানে।
আজি পুঁথি চিরিব, দেখহ বিদ্যমানে।।''২১।।

যদিও সাধারণ লোকে দেবানন্দকে ভাগবতের মহাপণ্ডিত বলিয়া জানে, তথাপি ভগবৎসেবোন্মুখতার অভাবে ভাগবতের উদ্দেশ্য-বোধে তাঁহার তৎকালে যোগ্যতা ছিল না। জীবমাত্রেই বৈষ্ণব, সুতরাং ভাগবতের মর্ম-অর্থ জানিবার যোগ্যতা জীবসূত্রে দেবানন্দের আছে; কিন্তু তাহা সুপ্ত থাকায় ঐ প্রকার অজ্ঞান অপরাধ হইতে উদ্ভূত। তজ্জন্যই তাঁহার জানিবার অধিকার তৎকালে অপসারিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ----অন্তর্যামী, কি প্রকার অপরাধে ভাগবত-পঠনপাঠনাদি-সত্ত্বেও তাঁহার অপরাধ হইয়াছিল, তাহা কৃষ্ণ ব্যতীত অদূরদর্শী জীব-সকল বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।।৯-১০।।

শ্রীযামুনাচার্য লিখিয়াছেন,----ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের প্রতি অভক্তগণের স্বাভাবিক অপরাধ থাকে। নামাপরাধের বিচারেও দেখা যায় যে, সাধু-বৈষ্ণবগণের নিকট অপরাধী হইলে বদ্ধজীব ভগবানের ও নিজের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হয়। অপরাধ-বশে জীবের অজ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়, তজ্জন্য জীব দায়ী না হইলেও তাহার অজ্ঞানই সে বিষয়ে দায়ী হইয়া পড়ে। অনেক অর্বাচীন জন কৃষ্ণ ও তল্লীলাকে প্রকাশ না জানিয়া তাহাদের কাল্পনিক নশ্বর বুদ্ধিকেই 'প্রামাণিক' জ্ঞান করে। যখন তাহারা অপরাধ-মুক্ত হয়, তখন কৃষ্ণকেই একমাত্র 'প্রমাণ' জানিয়া জড়-জ্ঞানের প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। ''নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙিঘ্রং''----এই ভাগবতোক্ত শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

ভগবান্ শ্রীগৌরহরি সর্বভূতের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকল কথাই অবগত আছেন। কর্মযোগ, হঠযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ প্রভৃতির সঙ্কীর্ণতা ভগবান্ গৌরসুন্দর সর্বতোভাবে জ্ঞাত আছেন এবং ভক্তিযোগের মহিমা জগতে বিস্তার করিবার জন্যই জীবের চরম-কল্যাণের উদ্দেশ্যে সেই সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং যেখানে ভক্তিযোগরে মহিমা ব্যাখ্যাত না হয়, সেই কথার তিনি কখনই অনুমোদন করেন না।।১২।।

মহাভাগবতের ২৬টী সদ্‌গুণ আছে। কৃষ্ণৈকশরণতাই তন্মধ্যে নিত্যমুখ্য সদ্‌গুন। এই সদ্‌গুণ ভগবানে ও ভক্তে প্রকাশিত আছে। তজ্জন্যই ভক্তিবিরোধি-বিচারে জীবের বাসনার প্রতিকূলে তৎপ্রতিকার-জন্য 'ক্রোধ' নামক বাসনাভেদকারি উপদেশ অর্বাচীনগণের নিকট 'ক্রোধ' শব্দ-বাচ্য হয়। অনর্থ-যুক্ত জীব স্বীয় বাসনার পরিতৃপ্তির অভাবে যে বৃত্তি প্রদর্শন করে, তাহা নিতান্ত নিন্দ্য। কিন্তু ভগবৎসেবা-বিরোধি জনগণের মঙ্গলের জন্য ভগবদ্‌ভক্তগণের বাসনার প্রতিকূল ব্যাপারে যে বৃত্তি প্রকাশিত হয়, তাহাতে কোন দোষ থাকিতে পারে না, ইহা দেখাইবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর ক্রোধলীলা প্রকাশিত করিলেন। যাহারা 'পল্লবগ্রাহিতা' নীতি অবলম্বন করিয়া বহু-কলাভ্যাস করে, তাহারা শ্রীমদ্‌ভাগবতগ্রন্থকে বহু শাস্ত্রের অন্যতম জ্ঞানে কেবল ধর্মরহিত হইয়া শাস্ত্রান্তর জ্ঞান করে; সুতরাং ভাগবতের তাৎপর্য শ্রীভগবানের লীলা কোন অবস্থাতেই বুঝিতে পারে না। তাহাদের জন্ম-জন্মান্তরীন বাসনা ভাগবতের তাৎপর্য বুঝিতে দেয় না। তাহারা ভাগবত পাঠ করিয়াও কৃষ্ণেতর বাসনাক্রমে ভক্তিহীন দোষে দুষ্ট থাকে।।১৩।।

পুঁথি চিরিবারে প্রভু ক্রোধাবেশে যায়।
সকল বৈষ্ণবগণ ধরিয়া রহায়।।২২।।

জড়বিদ্যা-তপঃ-প্রতিষ্ঠাশাযুক্ত ব্যক্তি ভাগবত-বোধে অসমর্থ—

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়।।২৩।।

'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ।।২৪।।

শ্রীমদ্ভাগবতকে ভগবদ্বিগ্রহ-জ্ঞানকারীই ভাগবত-প্রতিপাদ্য ভগবৎপ্রেমার বিষয়বোধে সমর্থ—

ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বরবুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার।।২৫।।

'বেটা' শব্দে তুচ্ছতাজ্ঞাপক অনভিজ্ঞ জনকেই বুঝায়। শিশু যেরূপ অজ্ঞানাশ্রিত হইয়া পিতার নিকট মূর্খতা প্রকাশ করে এবং পিতা বা উপদেশক যেপ্রকার অনভিজ্ঞ জনগণকে 'নির্বোধ' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করেন, বেটাশব্দ সেইরূপ তাহারই সুষ্ঠুভাব প্রকাশকারী। ভাগবতের তাৎপর্যে প্রবিষ্ট না হইয়া কেবল শব্দোদ্দিষ্ট ব্যাপার-সমূহকে জড়বাসনায় আবদ্ধ যাঁহারা বিচার করেন, তাঁহাদের ভগবৎসম্বন্ধিনী কথায় কোনপ্রকার প্রবেশ-লাভ ঘটে না। শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে কৃষ্ণকথার বর্ণন আছে। সেই কৃষ্ণকথাকীর্তন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণের স্ফূর্তি হয়, তখন জড়কথারূপ আবর্জনা---কর্ণমল-মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয় বিনষ্ট হয়। ইহাই 'কর্ণবেধ'-সংস্কার। চিন্ময় কর্ণ জড়াবৃত আছে বিচার করিলে ভোগপর বাক্যসমূহ আমাদিগের হৃদয়কে চঞ্চল করায়। তখন কৃষ্ণেতর ব্যাপারই আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হয়। বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণ, বৈকুণ্ঠ-রূপ-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-গুণ-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-পরিকর-কীর্তন-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-লীলাকথা-শ্রবণ শ্রীমদ্ভাগবতের সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ হইতেই শুদ্ধসত্ত্ব-নির্মল জীব-হৃদয়ে উদিত হয়। তখন হৃদয়কে বৃন্দাবনের সহিত অভিন্ন জানিতে পারা যায়। সেখানে কৃষ্ণচন্দ্রের অবস্থিতি।।১৪।।

সকল বেদশাস্ত্রই শ্রীমদ্ভাগবতকে 'প্রেম'রূপ প্রয়োজনতত্ত্ব বলিয়া গান করেন। প্রয়োজন-বিচারে সাধারণতঃ ভোগিসম্প্রদায় ধর্মার্থ-কামকেই লক্ষ্য করেন, ত্যাগি-সম্প্রদায় মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিয়া ধারণা করেন; ত্যাগি-সম্প্রদায় মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিয়া ধারণা করেন; কিন্তু ভোগী ও ত্যাগিসম্প্রদায়ের অতীত সুনির্মল আত্মা ভগবদ্ভজনে পারঙ্গত হইয়া চারিবেদ হইতে ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্বর্গ-বিচার পরিহার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণপ্রেমাকেই তাৎপর্য জানেন। কর্ম, জ্ঞান, যোগ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি অভিধেয়-সমূহ যথার্থ পুরুষার্থ-সংগ্রহে উৎকণ্ঠিত হইলে ঐগুলির অধিষ্ঠান বিলুপ্ত হইয়া ভক্তিতেই পর্যবসিত হয়।।১৫।।

বেদশাস্ত্রকে দধির সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। শুকদেব সেই দধির মন্থনকারী; তাহা হইতে বেদ-তাৎপর্য নবনীত শ্রীমদ্ভাগবতরূপে উদিত হইলেন। শ্রীপরীক্ষিৎ বিষয়নিবৃত্ত হইয়া সকল বেদ-তাৎপর্য শ্রীশুকদেবের উপদেশ হইতে লাভ করিলেন। মিরাট জেলার প্রান্তভাগে হস্তিনাপুর অবস্থিত। বর্তমান মজঃফরনগর জেলার প্রান্তভাগে ভোপা থানার অধীন ভুখারহেড়ি জনপদের নিকটবর্তী শুকরতল গ্রামেই গঙ্গাতটে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ প্রায়োপবেশন করিয়া শ্রীশুকদেবের নিকট হইতে সমগ্র বেদ-তাৎপর্য সপ্তাহকালমধ্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দধির মন্থনে যেরূপ সারাংশ ননী বাহির হয়, সেইপ্রকার বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ অসার অংশের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করিয়া প্রেমভক্তির সারত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছিল। পরীক্ষিৎ অন্যান্য সকল কথা পরিবর্জন করিয়া সেই সার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভাগবতগণ সকলেই "সারগ্রাহী"। বিদ্ধভাগবতগণ অসৎ সংসর্গে ফলভোগবাদ ও ফলত্যাগবাদের বিচার-সংশ্লিষ্ট হইয়া ভারবাহি-রূপে আত্মগ্লানি উপস্থিত করিয়াছেন। অসার-মিশ্রিত কিঞ্চিৎ সার অপেক্ষা অসার-রহিত বিশুদ্ধ সারই বা নির্যাস গ্রহণীয়, উহাই আত্মবিদ্গণের ভোজ্য ও পেয়। অসারগ্রাহিগণ ফলভোগবাদে স্থূলভাবে ভারবাহী এবং ফলত্যাগবাদে বাহ্যে 'ভারহীন' হইবার ভাণ করিলেও সূক্ষ্মভাবে অধিকতর গুরুভারবাহী। উভয়েই সারগ্রহণে পরাঙ্মুখ।।১৬।।

ভগবান্ ও ভক্তে যাঁহারা ভেদবুদ্ধি করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবতত্ত্ব অবগত হন না, তাঁহারা সর্বতোভাবে নিজের অমঙ্গল আবাহন করেন। লীলাপ্রবিষ্ট না হইলে ভগবানের সকল কথা সুষ্ঠুভাবে বলা যায় না। ভগবৎকথাময় ভাগবত শুকদেবই জানেন। অন্যে জানে না। একটী কিম্বদন্তী আছে যে, শ্রীমহাদেব এক সময় বলিয়াছিলেন----আমি ভাগবত জানি, শুকদেব ভাগবত জানেন, লেখক শ্রীব্যাসদেব গুরুপদাশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ গুরুসেবার অভাবে কিছুদিন ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষের সেবকগণের উপকারার্থে

সর্বগুণে দেবানন্দপণ্ডিত-সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্।।২৬।।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভ্রান্ত ব্যক্তির গৌরব-বর্ধনে প্রয়াসী ব্যক্তি যমদণ্ড্য—

সে-সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম।
তাতে যে অন্যের গর্ব, তার শাস্তা যম।।২৭।।

ভাগবত-ব্যাখ্যাতা হইয়াও নিত্যানন্দে শ্রদ্ধাশূন্য ব্যক্তি নির্বোধ—

ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধিনাশ।
নিন্দে অবধূতচাঁদে জগৎনিবাস।।২৮।।

প্রভুর নগর ভ্রমণ করিতে করিতে মদ্যপ-গৃহ-সমীপে বারুণী-গন্ধ-প্রাপ্তিতে বলরাম-ভাব—

এই মত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভ্রময়ে নগর সর্ব সঙ্গে অনুচর।।২৯।।
একদিন ঠাকুর পণ্ডিত-সঙ্গে করি'।
নগর ভ্রময়ে বিশ্বম্ভর গৌর-হরি।।৩০।।
নগরের অন্তে আছে মদ্যপের ঘর।
যাইতে পাইলা গন্ধ প্রভু বিশ্বম্ভর।।৩১।।
মদ্য-গন্ধে বারুণীর হইল স্মরণ।
বলরাম-ভাব হৈল শচীর নন্দন।।৩২।।

শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু সচ্ছাস্ত্র সমূহের একমাত্র তাৎপর্য শ্রীমদ্ভাগবত-রচনাকালে ধর্মার্থ-কামমোক্ষ-ধিক্কারী বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতেও শ্রীবার্ষভানবীদেবীর কথার প্রাধান্য না দেওয়ায় এবং সাধারণের যোগ্যতার অভাব-হেতু বর্ণন-বিষয়ে যে সাবহিতচিত্ততা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কতক অবগত এবং কিছু পরিমাণে অনবগত প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু শ্রীনৃসিংহের উপাসক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীধর ভগবৎকৃপাক্রমে সেবোন্মুখ হওয়ায় ভাগবতের তাৎপর্য সুষ্ঠুভাবে জানিয়া গোপীজনবল্লভের সেবার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন; ভক্ত্যেকরক্ষক শ্রীধর ও তৎসহোদর ভ্রাতা লক্ষ্মীধর নামভজনপ্রভাবে ভগবদ্রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলায় যে অধিকার দেখাইয়াছেন, তাহা শ্রীধর-বিরোধী শ্রীধর-টীকাপাঠকারী বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু-সম্প্রদায় অভক্ত হওয়ায় সেই কৃপা-লাভ হইতে চিরতরে বঞ্চিত আছে। কনিষ্ঠাধিকারগত চেষ্টায় ভগবানের কিছু পরিচয়ের কথা থাকিলেও ভক্তের অমর্যাদা করিলে ভগবৎসেবায় কনিষ্ঠাধিকার হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং পরিকরবৈশিষ্ট্য ও বিষয়াশ্রয়বিচারে যাহাদের ভেদজ্ঞানজনিত অমঙ্গল প্রবেশ করিয়াছে তাহারা প্রেমভক্তিকে সর্বতোভাবে প্রয়োজনোন্মুখ বলিয়া জানে না; অতএব তাহারা মানবজীবন লাভ করিয়াও আত্মঘাতী মাত্র।।১৮।।

দেবানন্দ পণ্ডিত মুমুক্ষু ছিলেন। তিনি মায়াবদ্ধ-বিচারে যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, তাহাতে তপস্যা, জগতে ঔদাসীন্য প্রভৃতিকে বহুমানন করিতেন। পরমার্থ 'বিষয়ে'র কোনরূপ ধারণা তাঁহার ছিল না। লৌকিক প্রয়োজন----জগৎ হইতে মুক্ত হওয়া এবং সেই জ্ঞানে বিভোর থাকায় ভাগবতের বিচারে গ্রহণ করিতে তিনি অক্ষম হইয়াছিলেন। কর্মজ্ঞানাবৃত অবস্থায় কোনও ব্যক্তির স্বরূপের পরিচয় ঘটে না সুতরাং ভগবদুপাসনার নিত্যত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না। ভগবৎসেবা-বঞ্চিত জনগণ যে-কালে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভগবৎ-সেবায় উদাসীন হন এবং তাহাই পুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন, সেইকালে পরম দয়াময় গৌরসুন্দর অভক্তের তাদৃশ কার্যে বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং তাহার মঙ্গলের জন্য সেরূপ কার্য নিতান্ত গর্হণীয় ও অপ্রয়োজনীয় জানাইতে গিয়া কর্মফল-ভোগ বা ত্যাগ নিতান্ত অন্যায়----ইহাই জানান। এই ক্রোধ-দর্শনে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দ লাভ করেন।।১৯।।

যে-স্থলে অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞেয়, সে-স্থলে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা----এই অবস্থাত্রয়ের নির্বৈশিষ্ট্যই চরম আরাধ্য ব্যাপার হয়। যোগিগণ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর সহিত সংযুক্ত হইবার প্রয়াস করিয়া কৈবল্য-লাভের যত্ন করেন। ভগবদ্ভক্তগণ সেরূপ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ভগবানের লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য, অখিল সদ্গুণ, ভগবদ্রূপ এবং ভগবানের নামাদির উল্লেখ আছে। নিত্যমুক্ত ভগবদ্ভক্ত এবং সাধনসিদ্ধ ভক্তগণ তথা ভক্তিপরায়ণ সেবকগণ ভগবানের নিত্যকাল সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রয়োজন বোধ করেন না। সুতরাং নিত্য সেবকের সেবা-বিচার ব্যতীত অন্য কথা ভাগবতের মধ্যে নাই; ইহা প্রদর্শন করাই প্রভুর উদ্দেশ্য। যাহারা ভাগবতে ভগবানের নিত্য সেবা ব্যতীত আর কিছু অনুসন্ধান করে, তাহারা নিতান্ত অর্বাচীন জানিতে হইবে।।২০।।

প্রভুর মদ্যপ-গৃহ-গমনের ইচ্ছা-প্রকাশ ও শ্রীবাসের তাহাতে নিষেধ—

বাহ্য পাসরিয়া প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
'উঠোঁ গিয়া' শ্রীবাসেরে বলে বার বার।।৩৩।।
প্রভু বলে,—"শ্রীনিবাস! এই উঠোঁ গিয়া।"
মানা করে শ্রীনিবাস চরণে ধরিয়া।।৩৪।।

প্রভুর বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-বিচার পরিহারপূর্বক রাজস-তামস-বিচারের অনুমোদনে ভক্তের দেহত্যাগের সঙ্কল্প এবং ভক্ত-বাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রীগৌরহরির তাদৃশ প্রয়াসে বাধা-প্রদান—

প্রভু বলে,—" মোরেও কি বিধি-প্রতিষেধ?"
তথাপিহ শ্রীনিবাস করয়ে নিষেধ।।৩৫।।
শ্রীবাস বলয়ে,—"তুমি জগতের পিতা।
তুমি ক্ষয় করিলে বা কে আর রক্ষিতা?৩৬।।
না বুঝি' তোমার লীলা নিন্দিবে যে জন।
জন্মে জন্মে দুঃখে তার হইবে মরণ।।৩৭।।
নিত্য ধর্মময় তুমি প্রভু সনাতন।
এ লীলা তোমার বুঝিবেক কোন্ জন।।৩৮।।
যদি তুমি উঠ গিয়া মদ্যপের ঘরে।
প্রবিষ্ট হইমু মুঞি গঙ্গার ভিতরে।।"৩৯।।
ভক্তের সঙ্কল্প প্রভু না করে লঙ্ঘন।
হাসে প্রভু শ্রীবাসের শুনিয়া বচন।।৪০।।
প্রভু বলে,—"তোমার নাহিক যাতে ইচ্ছা।
না উঠিব, তোর বাক্য না করিব মিছা।।"৪১।।

অভক্তগণ সেবাধর্ম-বর্জিত হওয়ায় অন্যাভিলাষ, কর্মফল-লাভ, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান প্রভৃতি বর্ণন করিতে যাইয়া উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া ভাগবতের উদ্দেশ্য-গ্রহণে বঞ্চিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবতের অভক্তিপর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,----যে ভাগবত অভক্তির কথা পাঠকের হৃদয়ে উদ্দীপনা করান, সেই বঞ্চনার ভাবযুক্ত ভাগবতের কোন আবশ্যকতা নাই। সুতরাং সেই ভাগবত গ্রন্থকে ভগবদ্বিগ্রহ না জানিয়া উহা পার্থিব পদার্থ-বিশেষ-জ্ঞানে রুদ্রের বিনাশ-দ্রব্য জানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব। যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে ভোগ্য জ্ঞান করে, তাহাদের সেইরূপ দর্শন মায়াবদ্ধ জীবের উত্তরোত্তর কামবৃদ্ধি করায়। সুতরাং বিষয়ীর যোষিৎ-বোধে ভাগবত-পাঠ হইতে বিরত করানই ভগবানের উদ্দেশ্য।।২১।।

সকল শাস্ত্রই প্রমাণিত করে যে, জড়জগতের ভোগ ও ত্যাগ-বুদ্ধি থাকা-কালে শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার কখনই কাহারও গম্য হয় না। সুতরাং জড়বিদ্যা, জড় তপস্যা, জড়বস্তুতে প্রতিষ্ঠাশা থাকা-কাল-পর্যন্ত চিন্তার অতীত রাজ্যে অবস্থিত ভগবৎকথা বুঝিবার কাহারও সম্ভাবনা হয় না।।২৩।।

যাহারা জাগতিক ভোগ্যবস্তুর অন্যতম জানিয়া ভাগবতে অধিকার লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করে, তাহারা ভাগবতের কোন অংশই বুঝিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত যাহা প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, সেই প্রমেয় বস্তু কখনই জড়েন্দ্রিয়ের অধিকারের বস্তু হইতে পারে না।।২৪।।

যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্তনকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ জানেন, ভাগবতকে প্রাকৃত গ্রন্থ-মাত্র জ্ঞান করেন না এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারের দ্বারা স্বীয় জড়াশ্রিত বুদ্ধিদোষকে নিয়মিত করেন, তিনি সর্বসার ভগবদ্ভক্তজনই শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র প্রয়োজন বুঝিতে পারেন।।২৫।।

অতিশয় প্রতিভা-সম্পন্ন, সর্বগুণান্বিত জ্ঞানবান্ পণ্ডিত হইয়াও শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থগ্রহণে ভ্রান্ত হইতে পারেন, এরূপ পণ্ডিতগণের গৌরব-বর্ধনের জন্য যাঁহাদের প্রয়াস, ন্যায় ও অন্যায়ের বিচারকর্তা বা পুরস্কার-তিরস্কার-দাতা যম তাঁহাদের দণ্ড বিধান করেন।।২৭।।

অবধূত পরমহংসাচারে অবস্থিত এবং সমগ্র জগতের মূল আকর অধিষ্ঠানের আধার শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া যিনি বাহিরে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন, তিনি স্থিরবুদ্ধি-রহিত হইয়া বিচলিত হন। ভক্তিরহিত পণ্ডিতগণ 'ভাগবতে অধিকার লাভ করিয়াছি' মনে করিলেও ভক্তির মূল আশ্রয়বস্তুকে নিন্দা করিলে, তাঁহাদের কখনও ভাগবতে অধিকার হয় নাই জানিতে হইবে।।২৮।।

শ্রীবাস-বচনে সম্বরিয়া রাম-ভাব।
ধীরে ধীরে রাজপথে চলে মহাভাগ।।৪২।।

প্রভুর বলরাম-ভাব সম্বরণপূর্বক ধীরে ধীরে গমন ও মদ্যপগণের প্রভু দর্শনে নৃত্যকীর্তন—

মদ্য-পানে মত্ত সব ঠাকুরে দেখিয়া।
'হরি, হরি' বলে সব ডাকিয়া ডাকিয়া।।৪৩।।
কেহ বলে,—"ভাল ভাল নিমাঞি-পণ্ডিত।
ভাল ভাব লাগে, ভাল গায় নাট গীত।।"৪৪।।
'হরি' বলি' হাতে তালি দিয়া কেহ নাচে।
উল্লাসে মদ্যপগণ যায় তান পাছে।।৪৫।।

ভগবান্ ও ভক্ত-সান্নিধ্যের ফলে মদ্যপগণেরও হরিরস-মত্ততা—

"হরিবোল হরিবোল জয় নারায়ণ।'
বলিয়া আনন্দে নাচে মদ্যপের গণ।।৪৬।।
মহা-হরি-ধ্বনি করে মদ্যপের গণে।
এই মত হয় বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দর্শনে।।৪৭।।

মদ্যপের নৃত্যকীর্তন-দর্শনে গৌরসুন্দরের হাস্য এবং ভগবৎপ্রভাব-দর্শনে শ্রীবাসের প্রেমক্রন্দন—

মদ্যপের চেষ্টা দেখি' বিশ্বম্ভর হাসে।
আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি' পরকাশে।।৪৮।।

শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন-প্রভাবে মদ্যপগণেরও আনন্দ, কিন্তু পাপীগণ নিন্দাধর্মে অবস্থিত বলিয়া তাহাতে বঞ্চিত—

মদ্যপেও সুখ পায় চৈতন্যে দেখিয়া।
একলে নিন্দয়ে পাপী সন্ন্যাসী দেখিয়া।।৪৯।।

শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা বা প্রতিষ্ঠার অননুমোদনকারী দুর্ভাগ্যের আবাহনকারী—

চৈতন্য-চন্দ্রের যশে যার মনে দুঃখ।
কোন জন্মে-আশ্রমে নাহিক তার সুখ।।৫০।।

গ্রন্থকার-কর্তৃক শ্রীচৈতন্যদেবের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ও ভগবদ্গুণানুগানে সুযোগ-প্রাপ্ত মদ্যপগণেরও সৌভাগ্যের প্রশংসা—

যে দেখিল চৈতন্য-চন্দ্রের-অবতার।
হউক মদ্যপ, তবু তারে নমস্কার।।৫১।।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর----স্বয়ংরূপ বস্তু, তাঁহাতে স্বয়ংপ্রকাশের বিচিত্র বিলাস অনুস্যূত আছে। সম্ভোগরসাশ্রয় শ্রীবলদেব-প্রভু বারুণী-পানে প্রমত্ত হন----ইহা স্মরণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়জাতীয় বলদেব-ভাব-বিভাবিত হইয়া বহির্জগতের লীলা বিস্মৃত হইয়াছিলেন।।৩২।।

শ্রীবাস-পণ্ডিত মহাপ্রভুকে মদ্যপের গৃহে প্রবিষ্ট হইতে নিষেধ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন,----তিনি বিধি ও নিষেধের অতীত বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে নিষেধ করিবার আদর্শ জগতে রক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই।।৩৫।।

শ্রীবাস-পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মদ্যপের গৃহে প্রবিষ্ট হইতে নানাপ্রকারে নিষেধ করা সত্ত্বেও যখন তিনি ভক্তের কোন আবেদন শ্রবণ করিবেন না, বলিলেন, তখন শ্রীবাস গঙ্গাজলে আত্মনিমজ্জন করিবার আকাঙ্ক্ষা করিলেন। ইহা শুনিয়া ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বীয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। ভগবান্ গৌরসুন্দর বিশুদ্ধ সত্ত্ব-বিচার পরিহার করিয়া মিশ্র তামসিক ও রাজসিক কোন কথার অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু এস্থলে ভক্তবর শ্রীবাস যখন দেখিলেন, মিশ্র-সত্ত্বের লীলা অভিনয় করিবার দুর্যোগ উপস্থিত হইতেছে, তখন শ্রীগৌরসুন্দরকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিবার সমুচিত যত্ন প্রকাশ করিলেন। অনেকে মনে করেন,---শ্রীগৌরসুন্দর যখন সর্বশক্তিমান্, তখন যেকোন রাজস বা তামস বিচার তিনি তাঁহার লীলার মধ্যে প্রকট করাইতে সমর্থ; কিন্তু প্রকৃত শুদ্ধ-ভক্তগণ তাদৃশ বিশুদ্ধ সত্ত্ব-বিচার ত্যাগ করিয়া ভগবান্‌কে বিকার লীলার অনুমোদনকারী বলিয়া স্থাপন করেন না।।৪১।।

মদ্যপ গৃহে না উঠিয়া মদ্যপোচিত উন্মত্ততা প্রদর্শন করিয়া রাজপথে চলিবার কালে কেহ কেহ নিমাই পণ্ডিতকে স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার-নৃত্য-গীত, লয়-মান, সুর-তান প্রভৃতি সঙ্গীত-পারদর্শিতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।।৪৪।।

কোন মাতাল গৌরসুন্দরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উল্লাসভরে হরিকীর্তন-মুখে করজোড়ে উচ্চধ্বনি ও নৃত্য করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। মাতালগণও ভগবান্ ও ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করিয়া হরি-রসে প্রমত্ত হইয়া পড়িলেন।।৪৫।।

মদ্যপেরে শুভ-দৃষ্টি করি' বিশ্বম্ভর।
নিজাবেশে ভ্রমে প্রভু নগরে নগর।।৫২।।

প্রভুর নগর ভ্রমণ করিতে করিতে দেবানন্দের দর্শনে ক্রোধ—

কত দূরে দেখিয়া পণ্ডিত-দেবানন্দ।
মহাক্রোধে প্রভু তারে বলে গৌরচন্দ্র।।৫৩।।

প্রভুর ক্রোধের কারণ—

'দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীবাসের স্থানে।
পূর্ব অপরাধ আছে',তাহা হৈল মনে।।৫৪।।
সে সময়ে নাহি কিছু প্রভুর প্রকাশ।
প্রেমশূন্য জগতে দুঃখিত সব দাস।।৫৫।।
যদি বা পড়ায় কেহ গীতা-ভাগবত।
তথাপি না শুনে কেহ ভক্তি-অভিমত।।৫৬।।
সে-সময়ে দেবানন্দ পরম-মহান্ত।
লোকে বড় অপেক্ষিত পরম-সুশান্ত।।৫৭।।
ভাগবত অধ্যাপনা করে নিরন্তর।
আকুমার সন্ন্যাসীর প্রায় ব্রতধর।।৫৮।।
দৈবে একদিন তথা গেলা শ্রীনিবাস।
ভাগবত শুনিতে করিয়া অভিলাষ।।৫৯।।
অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত প্রেমময়।
শুনিয়া দ্রবিল শ্রীনিবাসের হৃদয়।।৬০।।

মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া মাতালেরাও আনন্দ পাইলেন। কেবল পাপিগণ না বুঝিতে পারিয়া ত্যাগধর্মবিপর্যয়কারী হইয়া নিন্দা করিতে লাগিল।।৪৯।।

শ্রীমহাপ্রভুর প্রত্যেক ক্রিয়া ও প্রত্যেক প্রতিষ্ঠায় যাহাদের দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাদের কোন জন্মে বা আশ্রমে কোনপ্রকার সুখোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই।।৫০।।

শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালে যে-সকল আসব-সেবীর সান্নিধ্য-লাভ ঘটিয়াছিল, তাহারা তাদৃশ পাপকর্মে-নিরত থাকায় শ্রীচৈতন্যদেবের বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী লীলার প্রচারে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু উক্ত ভাগ্যবন্ত জনগণকে গ্রন্থকার এই ভাবিয়া নমস্কার করিতেছেন যে, প্রাক্তন দুষ্কৃতিবশে মদ্যপ পাপিগণের পাপের কিঞ্চিন্মাত্র অবশেষ থাকিলেও প্রচুর সুকৃতিক্রমে ভগবদ্গুণানুগানে সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের দুর্লভ ভাগ্য সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়।।৫১।।

অধ্যাপকগণের কেহ কেহ গীতা, কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবত পড়াইতেন; কিন্তু স্ব-স্ব আচরণে ভগবৎ-সেবোন্মুখতার অভাব থাকায় ভক্তির কোন সন্ধানই তাঁহারা রাখেন নাই।।

দেবানন্দ পণ্ডিত বহুগুণে গুণান্বিত ও শান্ত স্বভাব ছিলেন; সুতরাং লোকে তাঁহাকে বহুমানন করায় তাঁহাকে লঙ্ঘন করিত না।।৫৭।।

দেবানন্দ ভাগবত পাঠ করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় ব্রতবিশিষ্ট হইয়া আকুমার ব্রহ্মচর্য পালন করিতেন। কিন্তু ভক্তিহীন হওয়ায় তাঁহার তাদৃশ ব্রহ্মচর্য ভক্তসেবা-বিমুখতা প্রদর্শন করিয়াছিল। এইজন্য কৌমার্য ব্রত ধারণ করিয়াও বা ত্যাগের পথে চলিয়াও তিনি সেই সকল সদ্গুণের ফল লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।।৫৮।।

যাহারা শব্দসিদ্ধির জন্য দোবানন্দের নিকট ভাগবত পড়িতে গিয়াছিল এবং লৌকিক বিচারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার উদ্দেশ্যবিশিষ্ট ছিল, তাহারা শ্রীবাস পণ্ডিতের ভজনচেষ্টা ভাগবত-পাঠকালে বুঝিতে পারে নাই। শ্রীবাসের শরীরে অশ্রু, কম্প ও তনুমোটনাদি সাত্ত্বিক ভাব-সমূহ দর্শন করিয়া আধ্যক্ষিক রাজ্যে অবস্থিত বিদ্যার্থিগণ তাহাদের পাঠ-শ্রবণে ব্যাঘাত বুঝিয়াছিল।।৬২।।

শ্রীবাসের রোরুদ্যমান অবস্থার বিরামাভাব-দর্শনে বিদ্যার্থিগণের পাঠের ব্যাঘাত হওয়ায় তাহারা শ্রীচৈতন্যের নিতান্ত প্রিয়জনকে জগৎপাবন বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। শ্রীবাসের চিন্ময় কলেবরে যে-সকল সাত্ত্বিক আগন্তুক ভাবসমূহ দেখা গিয়াছিল, উহাই জগতে সকল প্রকার পবিত্রতা আনয়ন করে---ইহা বুঝিতে না পারায় পড়ুয়াগণ তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া পাঠাগারের বাহিরে নিক্ষেপ করায় তাহাদের পাঠের সুযোগ হইয়াছিল।।৬৩-৬৪।।

দেবানন্দ পণ্ডিতের যদি কিছুমাত্র ভগবৎ-সেবোন্মুখতা থাকিত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই অবোধ পড়ুয়াগণকে ঐরূপ ভক্তিহীন ক্রিয়ায় যোগদান করিতে নিষেধ করিতেন। সুতরাং দেবানন্দ পণ্ডিত ও বিদ্যার্থিগণ---সকলেই বিষয়ভোগ-নিরত,

ভাগবত শুনিয়া কান্দয়ে শ্রীনিবাস।
মহাভাগবত বিপ্র ছাড়ে ঘন শ্বাস।।৬১।।
পাপিষ্ঠ পড়ুয়া বলে,—"হইল জঞ্জাল।
পড়িতে না পাই ভাই, ব্যর্থ যায় কাল।।"৬২।।
সম্বরণ নহে শ্রীনিবাসের রোদন।
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ জগত-পাবন।।৬৩।।
পাপিষ্ঠ পড়ুয়াসব যুকতি করিয়া।
বাহিরে এড়িল লঞা শ্রীবাসে টানিয়া।।৬৪।।
দেবানন্দ পণ্ডিত না কৈল নিবারণ।
গুরু যথা ভক্তিশূন্য, তথা শিষ্যগণ।।৬৫।।
বাহ্য পাই' দুঃখেতে শ্রীবাস গেলা ঘর।
তাহা সব জানে অন্তর্যামি-বিশ্বম্ভর।।৬৬।।

প্রভু-কর্তৃক ভক্তাবমানকারী দেবানন্দকে তিরস্কার—

দেবানন্দ-দরশনে হইল স্মরণ।
ক্রোধমুখে বলে প্রভু শচীর নন্দন।।৬৭।।
"অয়ে অয়ে দেবানন্দ! বলি যে তোমারে।
তুমি এবে ভাগবত পড়াও সবারে।।৬৮।।
যে শ্রীবাসে দেখিতে গঙ্গার মনোরথ।
হেন-জন গেলা শুনিবারে ভাগবত।।৬৯।।
কোন্ অপরাধে তানে শিষ্য হাথাইয়া।
বাড়ীর বাহিরে লঞা এড়িলা টানিয়া?৭০।।
ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণ-রসে।
টানিয়া ফেলিতে কি তাহার যোগ্য আইসে?৭১।।
বুঝিলাম, তুমি সে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অভিমত।।৭২।।
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়।
তবে বহির্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়।।৭৩।।
প্রেমময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি।
তত সুখ না পাইলা, কহিলাম আমি।।"৭৪।।

ভাগবতের তাৎপর্য্যনভিজ্ঞ দেবানন্দের ভক্ত-নির্যাতন-হেতু ভগবদ্বিমুখতা, দেবানন্দের তিরস্কারে লজ্জা—

শুনিয়া বচন দেবানন্দ দ্বিজবর।
লজ্জায় রহিলা, কিছু না করে উত্তর।।৭৫।।
ক্রোধাবেশে বলিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
দুঃখিত চলিলা দেবানন্দ নিজ-ঘর।।৭৬।।

চৈতন্য-বাক্যদণ্ড লাভে দেবানন্দের সুকৃতির উদয়—

তথাপিহ দেবানন্দ বড় পুণ্যবন্ত।
বচনেও প্রভু যারে করিলেন দণ্ড।।৭৭।।
চৈতন্যের দণ্ড মহা-সুকৃতি সে পায়।
যাঁর দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠে লোক যায়।।৭৮।।

চৈতন্যের দণ্ডপ্রদানের অনুমোদনকারী ব্যক্তিই সৌভাগ্যশালী এবং তাহাতে অসন্তুষ্ট ব্যক্তি যমদণ্ড্য—

চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি' লয়।
সেই দণ্ড তারে প্রেমভক্তি-যোগ হয়।।৭৯।।
চৈতন্যের দণ্ডে যার চিত্তে নাহি ভয়।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ যমদণ্ড্য হয়।।৮০।।

তর্কহত পাঠকমাত্র ছিলেন। শ্রীবাস-পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থাস্বাদনে সুযোগ না পাইয়া দুঃখভরে নিজ-গৃহে গমন করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অন্তর্যামিসূত্রে দেবানন্দের এই অপরাধের কথা জানিতেন।।৬৫-৬৬।।

শ্রীগৌরসুন্দর দেবানন্দকে দেখিয়াই ভক্তের নির্যাতন স্মরণ করিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন; ---শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্তনে হৃদয় দ্রব হয়, কেবল বহির্জগতের ভোগপরায়ণজনগণই কঠিন হৃদয় পোষণ করিতে সমর্থ হয়। শ্রীবাসপণ্ডিতের সর্বতোমুখী চেষ্টা যে-কালে প্রবল হইয়াছিল, তৎকালে তুমি ও তোমার ছাত্রগণ না বুঝিয়া তাঁহাকে ভাগবত-শ্রবণ-কার্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলে। কিন্তু শ্রীবাসের ন্যায় ভক্তকে দেখিবার জন্য হরশীর্ষে অবস্থিতা গঙ্গাদেবীও নিম্নগা হইয়া নদীরূপে প্রকটিতা হন। সুতরাং তুমি যে তোমার অন্তেবাসিগণের দ্বারা বলপূর্বক শ্রীবাসকে তাড়াইয়া দিয়াছিলে, সেই অপরাধপুঞ্জ তোমাকে সর্বতোভাবে ভগবদ্‌বিমুখ করিয়াছে। তুমি বা তোমার শিষ্যগণ ভগবদ্ভক্তের আদর্শ শ্রীবাসের ব্যবহারে তাঁহাকে দণ্ডযোগ্য বিচার করিয়াছিলে কেন? ৬৭-৭১।।

শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চাবির্ভূত চতুর্বিধ বিগ্রহ—

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্ত-জনে।
চতুর্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে।।৮১।।

অর্চাবিগ্রহ ও উপরি উক্ত চতুর্বিধ বিগ্রহের তারতম্য—

জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্তি পূজ্য হয়।
'জন্ম মাত্র এ চারি ঈশ্বর' বেদে কয়।।৮২।।

গ্রন্থকারের সপার্ষদ চৈতন্যদেবের চরণে একনিষ্ঠতা-জ্ঞাপন—

চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি।।৮৩।।

চৈতন্য-দাসের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার।।৮৪।।

মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড।।৮৫।।

চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ রায়।
প্রভু-ভৃত্য-সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায়।।৮৬।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান।।৮৭।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে দেবানন্দবাক্যদণ্ড-বর্ণনং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেবানন্দ যদিও ভাগবতের ব্যাখ্যাতা ছিলেন, তথাপি জন্ম-জন্মান্তরে ভাগবতের তাৎপর্য-গ্রহণের সুকৃতি কখনও লাভ করেন নাই।।৭২।।

কেহ কেহ এই পদ্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন----পরিপূর্ণ ভোজন করিয়া বহির্দেশ গমন করিলেও লোকে ক্লেশের পর যে শান্তি পাইয়া থাকে, তোমার ভাগবত-পাঠে সেইরূপ অকিঞ্চিৎকরী শান্তিও পাওয়া যায় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতপাঠের ফল হরি-প্রেমের আস্বাদন ত' দূরের কথা, সাধারণ দুঃখনিবৃত্তিও তোমার ব্যাখ্যায় আনয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই।।৭৩-৭৪।।

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ, করিয়া দেবানন্দ লজ্জিত হইলেন। প্রভুর বাক্যদণ্ড লাভ করিয়া দেবানন্দের সুকৃতির উদয় হইল। ভগবান্ বিষ্ণু যাহাদিগকে সংহার করেন, তাহারা মুক্তি লাভ করে। সুতরাং দেবানন্দের প্রতি ভগবানের এই বাক্যদণ্ড উত্তরকালে তাঁহার সৌভাগ্যলাভেরই জনক হইয়াছিল।।৭৫-৭৮।।

যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের দণ্ড প্রদানকে বহুমানন করেন না, তাঁহার প্রেমভক্তির স্বরূপ বোধে অভাব থাকে। যিনি ভগবানের দণ্ডকে নিজ-মঙ্গল-লাভের কারণ বলিয়া জানেন, তাঁহারই প্রেমভক্তি-লাভের সুযোগ ঘটে।।৭৯।।

শ্রীচৈতন্যদেবের অসন্তোষে যাহার হৃদয় উদ্বেলিত না হয়, তাদৃশ পাপচিত্ত ব্যক্তিকে যম প্রতিজন্মেই দণ্ড-বিধান করে।।৮০।।

শ্রীকৃষ্ণ চারিমূর্তিতে প্রপঞ্চে স্বীয় বিগ্রহ প্রকাশ করেন। যদিও এই চারিমূর্তি সহসা দর্শন করিলে ভগবান্ বলিয়া জানা যায় না, তথাপি এই চারিটি ভগবৎ-সম্বন্ধ বস্তু ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহরূপে পূজিত হন। বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ এই চারিটিই কৃষ্ণের প্রকাশ বিগ্রহ-চতুষ্টয়।।৮১।।

বহির্বিচারে শ্রীঅর্চা-বিগ্রহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজ্য-বুদ্ধি করিতে হয়। তাদৃশ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না করিয়াও----শ্রীমদ্ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও বৈষ্ণব ইঁহারা জগতের ভোগ্যবস্তুবিচারে পরিদৃষ্ট হইলেও ইঁহারা ভোক্তৃভাব-সম্পন্ন অভিন্ন ঈশ্বরবস্তু ও প্রভুতত্ত্ব, ----চিন্ময়জ্ঞান-প্রদাতা, বেদশাস্ত্র ইহাই বলিয়া থাকেন।।৮২।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।।